দৈনিক ইত্তেফাক
তারিখ 07 AUG 1998
পৃঃ ৪ কলাম ২

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বেহাল অবস্থা

'বরগুনার প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি নানা সংকটের আবর্তে' শীর্ষক একটি সংবাদ ছাপা হইয়াছে গত বুধবারের ইত্তেফাকে। প্রতিবেদনে উক্ত জেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির বেহাল অবস্থার চিত্র তুলিয়া ধরা হইয়াছে। সেই পুরাতন চিত্র ঃ জরাজীর্ণ বিদ্যালয় ভবন, শিক্ষক স্বল্পতা, একশ্রেণীর শিক্ষকের কর্তব্যকর্মে অবহেলা ইত্যাদি। সংবাদে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, জেলার ৩৭৯টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ২৬ জন প্রধান শিক্ষক ও ১০২ জন সহকারী শিক্ষকের পদ শূন্য রহিয়াছে।

আমাদের দেশ দরিদ্র। আর একটা দরিদ্র ও অনগ্রসর সমাজে কোন ক্ষেত্রেই লক্ষ্য অর্জন খুব সহজে সম্ভব হয় না। শিক্ষাক্ষেত্রে আমাদের লক্ষ্য অর্জনও সহজ নহে। শিক্ষা ও দারিদ্র্যের মধ্যে রহিয়াছে জটিল সম্পর্ক। দারিদ্র্য শিক্ষার পথে বড় ধরনের একটি বাধা, অথচ দারিদ্র্য দূর করার অন্যতম উপায় হইতেছে জাতিকে শিক্ষিত করিয়া তোলা। আসলে আমাদের মত অনগ্রসর সমাজের অধিকাংশ সমস্যা দূর করার জন্যও শিক্ষার প্রসার চাই।

এই কিছুদিন আগেও আমাদের লক্ষ্য ছিল '২০০০ সালের মধ্যে সবার জন্য শিক্ষা'। উক্ত লক্ষ্য অর্জনের জন্য অনেক আগেই দেশে বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম চালু করা হয়। বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমের অধীনে শিশুদের বিদ্যালয়ে নিয়া আসিবার জন্য গ্রামে গ্রামে স্কোয়াড গঠন করা হয়, বাধ্যতামূলক পরিদর্শন ব্যবস্থা চালু হয়, চালু করা হয় খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষা কর্মসূচী। প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমের আওতায় আইন করা হয় যে, ৫ হইতে ১০ বছর বয়সের সকল অক্ষর জ্ঞানশূন্য শিশুকে বিদ্যালয়ে না পাঠানোর জন্য সংশ্লিষ্ট অভিভাবকরা দায়ী থাকিবেন। প্রাথমিকভাবে সতর্ক করার পরও যদি অভিভাবকগণ স্ব-স্ব ছেলে-মেয়েকে স্কুলে প্রেরণ না করেন তাহা হইলে উক্ত আইন অনুযায়ী অভিভাবকদের বিভিন্ন দন্ড প্রদানের বিধিও রাখা হয়। কিন্তু এতকিছুর পরও '২০০০ সালের মধ্যে সবার জন্য শিক্ষা'র লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হইবে না ইহাই বাস্তবতা। এই বাস্তবতাকে ইতিমধ্যেই নীরবে মানিয়া নেওয়া হইয়াছে। সরকার এখন ২০০৬ সালের মধ্যে নিরক্ষরমুক্ত বাংলাদেশ গড়া সম্ভব হইবে বলিয়া ধারণা পোষণ করিতেছে। কিন্তু দেশের বিভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নানাবিধ সমস্যার সমাধান করা না গেলে উক্ত লক্ষ্যও সময়মত অর্জিত হইবে এমন ধারণা করিবার কোন কারণ নাই। বলাই বাহুল্য, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বিভিন্ন সমস্যা শুধু বরগুনা জেলায় বিরাজ করিতেছে এমন নহে। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের এক হিসাব মতেই দেশের ৫৬৯৩টি গ্রামে কোন সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় নাই। আর সারাদেশে অবস্থিত ৩০৯০৯টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সর্বমোট ৩০১৩টি প্রধান শিক্ষকের পদ এবং ৭৯৪৪টি সহকারী শিক্ষকের পদ শূন্য রহিয়াছে।

বিশ্বব্যাংকের এক হিসাব মোতাবেক এখন বাংলাদেশে ৬ থেকে ১০ বছর বয়সী শতকরা ১৫ ভাগ শিশু শিক্ষা হইতে বঞ্চিত হইয়া আছে। অর্থাৎ এই বয়সী প্রায় ৩০ লাখ শিশু স্কুলে যায় না। আবার যেসব শিশু স্কুলে যায় তাহাদের শতকরা ৪০ ভাগই পাঁচ বছরের প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করার আগেই লেখাপড়া ছাড়িয়া দেয়। এই হতাশাব্যঞ্জক পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য বিশ্বব্যাংক ও দাতা সংস্থার সহায়তায় সরকার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য একটি পাঁচ বছর মেয়াদী প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ শুরু করিয়াছেন বলিয়া আমরা জানি। বলা হইতেছে, এই প্রকল্পের প্রাথমিক সাফল্য ইতিমধ্যেই পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু শিশুদের শুধু স্কুলে পাঠানোর ব্যবস্থা করিলেই তো চলিবে না। স্কুলগুলিতে যথার্থ শিক্ষার পরিবেশওতো সৃষ্টি করা আবশ্যক।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের শূন্য পদগুলি যেমন পূরণ করা দরকার, তেমনি শিক্ষকরা নিজেদের কর্তব্য কর্ম যথাযথভাবে পালন করিতেছে কিনা তাহাও দেখা দরকার। জরাজীর্ণ বিদ্যালয় ভবনগুলিকে যেমন সংস্কার করা দরকার, তেমনি শিক্ষার্থীদের জন্য পর্যাপ্ত পাঠ্যপুস্তকের সরবরাহ নিশ্চিত করাও জরুরী। এই ব্যাপারে আমরা যথাযথ কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই।